প্রথম আলো

তারিখ ... SEP 21 2006

পৃষ্ঠা - ১১ কলাম ৭

২৮

এখন একাডেমিক ডিগ্রি কিনতে পাওয়া যায়

আবু আহমেদ

এটা খুবই দুঃখজনক যে বাংলাদেশে শিক্ষার সুযোগ বেড়েছে বটে, তবে সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীরা যে শিক্ষা পাচ্ছে তার মান নিয়ে সবাই প্রশ্ন করা শুরু করেছে। একসময় দ্বাদশ শ্রেণী থেকে শিক্ষা ইংরেজি মাধ্যমে হতো। আমরাও সেভাবে শিক্ষা লাভ করেছি। পরে তা রূপান্তরিত হয় বাংলা মাধ্যমে। আর বাংলা মাধ্যমে পড়ালেখা হতো বলে দেশের অধিকাংশ লোক মনে করত, সেটাই শিক্ষার মান কমার পেছনে আসল কারণ। তবে এখন তো শিক্ষার মানের সঙ্গে শুধু মাধ্যমই জড়িত নয়। এখন দস্তুরমতো কিছু না পড়িয়ে, কিছু না পড়ে ডিগ্রি দেওয়া ও নেওয়া হচ্ছে। ভর্তি হয়ে উপযুক্ত অর্থ দিলে বিএ, এমএ, এলএলবি, এমবিএ সনদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পড়া বাদে ডিগ্রি প্রদানের এই সংস্কৃতি চালু করেছে কতিপয় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। তাদের একটাই উদ্দেশ্য, কী করে শিক্ষা নামের এ পণ্যটা বেচে বেশি অর্থ তোলা যাবে। অনেকে বলেন, শিক্ষার বাণিজ্যকরণ হয়ে গেছে। আমি বলি, শিক্ষা বাণিজ্যকরণ হয়ে গেলেও শিক্ষা নামের যে বস্তুটা তারা বিক্রয় করছে, সেটা কি ওই মূল্যে কেনার কোনো বিষয়?

শিক্ষার মানে এ ধস নামার পেছনে সহযোগিতা করেছে সরকারের রেগুলেটর—বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়। দেশে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারত। সত্য কথা বলতে কি আমাদের মতো অনেকে উচ্চ শিক্ষায় ব্যক্তি খাতের অংশগ্রহণের সুযোগের কথা বলেও আসছিলাম। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নামমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হলো, ওইগুলোকে রেগুলেট করার কোনো চেষ্টা বা ব্যবস্থাই রাখা হলো না। তারা শুরু করল ব্যবসা প্রশাসন শিক্ষা দিয়ে। মনে হলো, ব্যবসা স্টাডিজই হলো দেশের জন্য একমাত্র কাম্য শিক্ষা। হাজার হাজার ছাত্রকে উদ্বুদ্ধ করা হলো ব্যবসা বিষয়ে পড়তে এবং তারা তা পড়লও। কিন্তু এই বিদ্যারও চাহিদার যে একটা সীমা আছে, তা শিক্ষার্থীদের বলা হলো না এবং এখনো হচ্ছে না। এসব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। কারণ হলো, বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে গেলে যে ল্যাবরেটরি লাগবে এবং ল্যাবরেটরি করতে গেলে যে অর্থ লাগবে!

উত্তরায় অবস্থিত একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজে সস্তায় ডিগ্রি দেওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। তাদের ওই বিদ্যার গ্রাহক হলো, যারা ইতিমধ্যে চাকরিতে প্রবেশ করেছে এবং শুধু এমএ পাস সার্টিফিকেট নেই বলে প্রমোশনের ক্ষেত্রে আটকে গেছে। একজন বিএ পর্যন্ত পড়েছে পদার্থ রসায়ন বিজ্ঞান নিয়ে। কিন্তু ২০ বছর পর এমএ করেছেন উত্তরার ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক স্টাডিজে। ডিগ্রির জন্য যদি প্রমোশনের ক্ষেত্রে দুই পয়েন্ট থাকেও, এ ক্ষেত্রে ওই প্রার্থী দুই পয়েন্ট পেতে পারেন কি না সেটা প্রশ্নসাপেক্ষ। সরকারি চাকরিতে তার পক্ষে দুই পয়েন্ট গুনতেই হবে, কারণ সে একটা ফর্মুলায় পড়ে গেছে। দেশে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থাকা উচিত ছিল বড়জোর চার-পাঁচটি। এখন ওই সংখ্যা ৫৩ বা তারও বেশিতে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনুমতি পেয়েই বড় একটা সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিয়েছে কোনো বাড়ির ওপর কয়েকটি রুম ভাড়া নিয়ে। অবাধে অর্থের বিনিময়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করতে লেগে গেল তারা। তিন বা চার বছরের শেষে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীকে 'এ' গ্রেড দিয়ে বাজারে ছেড়ে দিল। এসব 'এ' গ্রেডপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী আসলে কিছুই শিখে আসেনি। তাদেরকে শেখানো হয়নি। ছাত্রছাত্রীরা 'এ' গ্রেড পেয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও তাদেরকে 'এ' গ্রেড দিয়ে দিয়েছে। এমনও ঘটনা ঘটেছে,

রাখেনি। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টিগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক নিয়ে গঠিত, যারা ওইগুলোতে পার্টটাইম পাঠদান করেন। তাই তাদের অনেককে সকাল-বিকেল ব্যাগ হাতে ধরে ওইসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেতে দেখা যায়। কিন্তু তারাও ভালো করে জানেন, ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান করতে গেলে বচনে-বিশ্লেষণে কত নিচে নামতে হয়। তারপর ওইসব শিক্ষক যেখানে আপন কর্মস্থল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন ছাত্রকে 'বি প্লাস' দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন, তিনিই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের মর্জি মোতাবেক অনুরূপ মানের ছাত্রকে 'এ প্লাস' গ্রেড দিয়ে আসছেন। বিবেক বাধা দেয় বটে, তবে বিবেককে বেশি প্রাধান্য দিলে যে শিক্ষক সাহেব পার্টটাইম চাকরিটা হারাবেন।

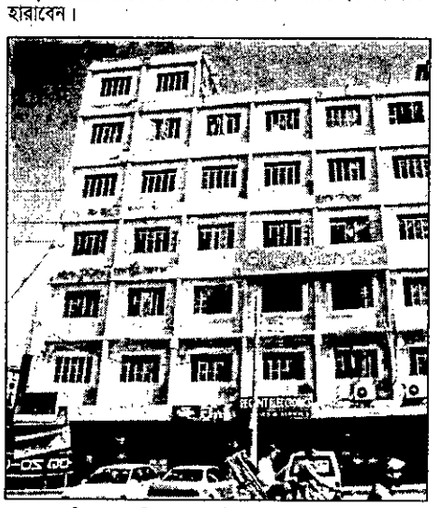

কোনো বাড়ির কয়েকটি ঘর ভাড়া নিয়েও চলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ

আমাদের এক সিনিয়র শিক্ষক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়কে এড়িয়ে চলেন। তবে তিনিও পার্টটাইম এক জায়গায় পড়ান। সেটা হলো 'এ লেভেল' পড়ায় এমন একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'এ' লেভেলের ছাত্র পড়িয়ে অনেক তৃপ্তি পান। কারণ এখানে তার ছাত্রদের কোনো গ্রেড দিতে হয় না। ছাত্র যে গ্রেডই পাক না কেন, তা দেবে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় বা বিদেশ থেকে যারা 'এ' লেভেল পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করেন। তার কথার সঙ্গে আমিও একমত হলাম।

এখন অনেক ছাত্রছাত্রী 'ও লেভেল' এবং 'এ লেভেল' পড়ছে। সেটা ভালো। অন্তত তাদের পড়ালেখার মান নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলবেন না। আমাদের একজন সাবেক উপ-উপাচার্য ছিলেন। তিনি কথায় কথায় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তাচ্ছিল্য করতেন। তিনি বলতেন, ওইগুলো কোচিং সেন্টার। তখন আমি মনে করতাম, তিনি ব্যক্তিগত হতাশা থেকে কথাটা বলছেন। কিন্তু এখন যা দেখছি, তাতে অনেকেই তার সঙ্গে একমত হবেন। কোচিং সেন্টারগুলো তো ছাত্র পড়িয়ে সরকারি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ছাত্রদেরকে পরীক্ষা দিতে পাঠায়। আর

বাংলাদেশে দোকান খুলে বসেছে। তবে কোনো ভালো স্বী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড চোখে পড়ল না। তারাও ঢা বসে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা সার্টিফিকেট ছাত্র না ক্রেতার হাতে তুলে দিতে চাইছে।

এখন তো অবস্থা এমন যে, যেকোনো ডিগ্রিই পা যাবে, যদি অর্থ দেওয়া যায়। সেই ডিগ্রি এমবিএ হতে পা আবার বিবিএ-ও হতে পারে। দেশিও হতে পারে, আ বিদেশিও হতে পারে। আপনি কোন ডিগ্রি চান সেটা ওদের বলুন, ওরা ব্যবস্থা করে দেবে।

একজন একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে চাকরির জন্য প্র হলেন। তিনিও বলছেন, তিনি পিএইচডি ডিগ্রিধারী। জিজ্ঞে করলাম, কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডিটা করেছে তিনি বললেন, হনলুলু; যা তার মতে যুক্তরাষ্ট্রের এক বিশ্ববিদ্যালয়। তাকে বললাম, আচ্ছা আপনি যে হন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রিটা পেলেন, এ জন্য ওইখানে গিয়ে পড়তে হয়েছে? পড়লে মেহেরবানি ক ট্রান্সক্রিপ্ট, যা আমাদের দেশে মার্কশিট নামে পরিচি দেখাবেন কি? তিনি বললেন, না, তাকে কোনো কোর্স কর হয়নি। তার জন্য কোর্স অ্যাটেন্ড মাফ ছিল।

প্রিয় পাঠক, বুঝুন অবস্থাটা কী। আসলে হনলুলু না বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কোনো কোর্স করতে হয় না। ওইগু হলো শুধু ঠিকানার বিশ্ববিদ্যালয়। ওইগুলো ডিগ্রি বিক্রি ক যে কেউ যে ডিগ্রি চায়, অর্থ দিলে তাকে ওই ডিগ্রি দেওয়া হ আমাদের সমাজের অনেকে এই পথে কোনো রকম পড়াল ছাড়া পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করছেন। হনলুলু মা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে ডিগ্রি নিয়ে অনেকে ভালো বাগিয়ে নিয়েছে, এমন উদাহরণ অনেকই আছে। এমন ইন্টারভিউ বোর্ডে ট্রান্সক্রিপ্ট দেখার লোকও অনেক সময় থা না। তাদের অনেকে এ কথা জানে না যে, যুক্তরাষ্ট্র এ কানাডায় কোনো ডিগ্রিই হাজির হয়ে কোর্স-ওয়ার্কস করা ছা দেওয়া হয় না।

যাই হোক, আজকাল এমফিল এবং পিএইচডি ডিগ্রি নি অনেক তামাশা হচ্ছে। আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন ছাত্রকে এসব ডিগ্রি দেওয়া হচ্ছে, যারা উপযুক্ততা নেই ব একটা মানানসই চাকরি খুঁজে বের করতে পারেনি। পরে এ এমফিল করা শুরু করেছে এবং সুপারভাইজার যেহে এমফিলের ছাত্র তত্ত্বাবধান করলে কিছু টাকা পান, সেজ কোনো সুপারভাইজারেরও অভাব হচ্ছে না। এমনও শো যাচ্ছে, কিছু বেশি অর্থ দিলে সুপারভাইজার নিজে বেশি খে ডিগ্রিটার ব্যবস্থা করে দেন। আশা করি, শোনাটা মিথ্যে হোক আবার এমফিল নিয়ে অন্য তৎপরতাও চলছে। বিশ্ববিদ্যাল নিয়মে আছে এমফিল ডিগ্রিধারী হলে তাকে শিক্ষক নিয়ো প্রাধান্য দেওয়া হবে। শুধু এই জন্যই অনেক সেকেন্ড ক্লাসপ্রা ছাত্র মনমতো সুপারভাইজার ধরে এমফিল করা শুরু করেছে দুই বছরের মাথায় এমফিল করে ওই ছাত্র এখন শিক্ষক হ চাইছে। বুঝুন কী করে তারই সহপাঠী তুলনামূলক ভা ছাত্রদেরকে সে পেছনে ফেলে দিচ্ছে! আর এমফিলে যদি কা না হয় তাহলে পিএইচডির দরজা তো খোলা আছেই সুপারভাইজার পক্ষে থাকলে এমফিলের থিসিসটাকে একটু ব করে লিখে দিয়ে ওই একই ছাত্র এর দুই বছর পর পিএইচডি জন্য প্রার্থী হচ্ছে। পিএইচডি হয়ে গেলে তাকে লেকচারার পদ থেকে কে দূরে রাখবে। সে তো এখন তার সহপা ফার্স্টক্লাস প্রাপ্তদের থেকেও অনেক উপযুক্ত প্রার্থী!